169

তারিখ 18 SEP 1990
পৃষ্ঠা... ... কলাম ... 2

দৈনিক ইনকিলাব

ভার্সিটিতে গুলী

গত রবিবার দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ত্রাসী দাপটে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। মাঝে বেশ কিছু দিনের শান্তি ও সুশৃংখল পরিবেশে অকস্মাৎ বিচ্যুতি ঘটিয়ে গোলাগুলীর ঘটনা ঘটে। কুয়েত মৈত্রী হলের সামনে ছাত্র দল নেতা ও শহীদুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ভিপি আখতারুজ্জামান খোকন, মাসুদ ও ইকবালকে গুলী বিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মাসুদ ও ইকবালের অবস্থা আশংকাজনক। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, রবিবার বিকেল চারটার দিকে খোকন ও মাসুদ একটি মোটর সাইকেলযোগে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল এলাকায় পৌছানোর সাথে সাথে কতিপয় সশস্ত্র যুবক তাদের লক্ষ্য করে গুলী বর্ষণ করে। গুলী মাসুদের মাথা ও পায়ে এবং খোকনের কোমরে বিদ্ধ হয়। এ ঘটনার জের হিসাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল, জিয়া হল ও জসিম উদ্‌দীন হলে। ছাত্রদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ বিভিন্ন হলের সামনে অবস্থান নেয়। ধারণা করা হয় যে, ইকবাল গুলী বিদ্ধ হয় এই ঘটনারই জের হিসাবে। গুলী তার পেট ভেদ করে। অত্যন্ত আশংকাজনক অবস্থায় তাকেও হাসপাতালে নেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত রবিবারের বন্দুক লড়াই ও রক্তারক্তির সম্পূর্ণ হেতু এখনো তদন্তাধীন। তবে, যে কারণেই পরিস্থিতি এমন হিংসাত্মক পর্যায়ে পৌছাক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে শান্তি ভঙ্গের এই ঘটনা অত্যন্ত পরিতাপজনক। উপর্যুপরি তল্লাশী চালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার পর গত রবিবারের ঘটনা আবার প্রমাণ করে যে, বিদ্যাশিক্ষার এই মহান ও ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রটি এখনো আগ্নেয়াস্ত্রের আপদ থেকে মুক্ত হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই নিখাদ সত্য কথাটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, আগ্নেয়াস্ত্রকে প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতীকে পরিণত করা মানেই নিজের অজান্তে নিজেরই মহাসর্বনাশ ডেকে আনা। সাধারণ ছাত্র সমাজের সমর্থন এবং সম্মতিই যে সকল ক্ষমতার বা শক্তির গণতান্ত্রিক উৎস, ডাকসু'র নির্বাচনী ফলাফল থেকেই এবার তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে এবার বিরোধী দলের একটি শক্তি শুধু জয়লাভই করেনি, তাদের বিপুল ও নিরঙ্কুশ বিজয় একটি দৃষ্টান্তেরও জন্ম দেয়। সম্মতির সেই শক্তি ছিলো নিরাপদ, গণতন্ত্রের সেই চর্চাই ছিলো শক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ। কিন্তু রবিবার বিকালে বুলেট ও রক্তের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে তা যেমন সকল পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক, তেমনি সেই শক্তির পরিণতি শিক্ষাঙ্গনের চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে এখন হাসপাতালের শয্যায় মৃত্যুকাতর যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৯ বছরে যেমন পয়দা করেছে অজস্র মেধা; তেমনি সমাহিত করেছে অগণিত অসহায় লাশ। জ্ঞানের তালিম নিতে এসে লাশ হিসাবে নিষ্ক্রান্ত হবার এই দৃশ্য যে কতো মর্মন্তুদ তা কেবল সে-ই জানে, যার কোল চিরদিনের জন্য খালি হয়েছে।

হাসপাতালে আজ যারা মরণের সাথে যুদ্ধ করছেন আমরা তাদের সবার জন্য দোয়া করি, দ্রুত আশংকামুক্ত হবার জন্য এবং সুস্থ হয়ে শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যাবার জন্য। সেই সাথে আমরা মিনতি জানাই তাদের উদ্দেশে, যারা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হয়ে মৃত্যু নিয়ে খেলছেন, তারা যেন মুমূর্ষের এই গগনবিদারী আর্তনাদ থেকে অস্ত্র প্রতিযোগিতার মর্মান্তিক পরিণতির শিক্ষা গ্রহণ করেন। জনসমর্থনই যে বড় বল গত ডাকসু নির্বাচন তার প্রমাণ আর অস্ত্রবল যে হিংসা, হানাহানি, রক্তারক্তি ও মৃত্যুর পরোয়ানা গত রবিবারের ঘটনা তার প্রমাণ। শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রের সন্ত্রাস থেকে চিরদিনের জন্য রেহাই দেবার শপথই হোক যন্ত্রণাকাতর খোকন, মাসুদ ও ইকবালের শয্যাপাশে দণ্ডায়মান দেশবাসীর সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।